দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 30 OCT 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

দারিদ্র্য মোচনই লক্ষ্য : এরশাদের সভাপতিত্বে বৈঠক

৬৮,৯৩০ কোটি টাকার ৪র্থ পরিকল্পনা অনুমোদিত

প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদের সভাপতিত্বে সোমবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের এক সভায় ৬৮,৯৩০ কোটি টাকার চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে।

বাসস'র খবরে প্রকাশ, চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনাধীনে সরকারী খাতে বরাদ্দ দেখানো হয়েছে ৪১,৯৩০ কোটি টাকা (১৯৮৯-৯০ অর্থ বছরের মূল্য মোতাবেক) এবং বেসরকারী খাতে বরাদ্দ দেখানো হয়েছে আনুমানিক ২৭০০০ (সাতাশ হাজার) কোটি টাকা। পরিকল্পনা এ বছর ১লা জুলাই থেকে শুরু হয়েছে।

(৪-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

৪র্থ পরিকল্পনা অনুমোদিত

(প্রথম পৃঃ পর)

পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয়েছে পাঁচ শতাংশে এবং যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মত ছয়টি খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদেরও চেয়ারম্যান। পরিকল্পনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরে তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের পরিপূর্ণ অঙ্গীকার নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মিলিত প্রয়াস চালানোর আহবানজানান।

তিনি বলেন, অতীতের ঐতিহ্য ভেঙ্গে এবং আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনের জন্যে সম্পদ সৃষ্টির নয়া প্রেক্ষাপটের ওপর চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

তিনি বলেন, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতা গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে হবে যাতে জাতীয় উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে অন্তরায়গুলো শনাক্ত করে তা দূর করা যায়।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আরো বেশি করে কাজে লাগাতে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি পরিকল্পনাবিদদের প্রতি এ ব্যাপারে একটি সুপারিশ তৈরির আহবানজানান।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমেদ সভায় চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার একটি রূপরেখা দেন। পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত এই সভায় কমিশনের সদস্য ডঃ মকসুদ আলী ও সচিব কাজী শামসুল আলম পরিকল্পনার বিশেষ বিশেষ দিক ব্যাখ্যাকরেন।

পাটমন্ত্রী শেখ শহিদুল ইসলাম, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, কৃষিমন্ত্রী সরদার আমজাদ হোসেন, শ্রমমন্ত্রী সিরাজুল হোসেন খান, স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজিজুর রহমান ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী রাজিয়া ফয়েজ আলোচনায় অংশ নেন।

মন্ত্রিবর্গ, সচিবগণ ও পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন খাতের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

শান্তি'র ব্যবস্থা জোরদার করার পক্ষে মতদেন।

ডঃ মকসুদ আলী বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিয়ে এই পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

তিনি বলেন, এই প্রথমবার পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়া অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়নের জন্যে জনগণের সামনে পেশ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এমনকি সমালোচকরাও পরিকল্পনাটি মেনে নিয়েছেন যেহেতু এতে জনগণের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটেছে।

তিনি বলেন, উন্নয়ন কার্যক্রমে বিপুল জনসম্পদকে সম্পৃক্ত করা হবে এবং উন্নয়নের মূলধারার সঙ্গে নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করারও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে পাঁচ দশমিক চার শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার স্থলে মাত্র তিন দশমিক আট শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার অর্জিত হয়েছে। তবে তিনি বলেন, এই সাফল্যকেও উপেক্ষা করা উচিত হবে না, যেহেতু পরপর দু'টি মারাত্মক বিপর্যয়ের ফলে প্রবৃদ্ধির হার ক্ষুন্ন হয়েছে।

তিনি বিশেষজ্ঞদের প্রতি ভবিষ্যতে বিশেষতঃ একবিংশ শতাব্দীতে কি ঘটবে তার আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়নেরআহবানজানান।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতার প্রতি সকল মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এসব প্রতিবন্ধকতা অতীতে বহু প্রকল্পের বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত করেছে।

তিনি জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার নির্দেশ দেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে জনগণের আশা-আকাংখার আলোকে এই প্রথম দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা আমাদের নিজেদের বিশেষজ্ঞরা তৈরি করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বিদেশী সাহায্য ও বিদেশী উপদেষ্টার ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপকরেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, এই প্রথম দেশের নারী সমাজকে উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এরপর থেকে বাজেটের ওপর কাজ শুরু হবে জানুয়ারীতে এবং তিনি এ ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন করবেন।

জনাব মওদুদ আহমেদ বলেন, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সম্পদ সৃষ্টিই হচ্ছে এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য।

তিনি বলেন, বেসরকারী খাত বিশেষ করে কৃষিখাতকে জোরদার করতে পরিকল্পনায় বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধির হার পাঁচ শতাংশে ধার্য করা হয়েছে এবং বলেন, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে ন' শতাংশ এবং ব্যয় কমাতে হবে চার শতাংশ।

ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মধ্যপ্রাচ্য সংকটকে সামনে রেখে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলো নির্ধারণ করে পাঁচসালা পরিকল্পনার মধ্যেই তিন বছর মেয়াদী একটি রোলিং প্লান গ্রহণ করতে হবে।

তিনি প্রশাসনে পুরস্কার ও